"মিষ্টি বাচ্চারা - এখন কলিযুগের রাত্রিকাল পূর্ণ হতে চলেছে, নবযুগের সূচনা করতে বাবা এসেছেন, তাই এখন তোমরা জেগে ওঠো, বাবার স্মরণের মাধ্যমে নিজের বিকর্ম বিনাশ করো"

*প্রশ্নঃ - যে সকল বাচ্চাদের বুদ্ধি সতোপ্রধান তৈরী হচ্ছে, তাদের নিদর্শন কি হবে?

*উত্তরঃ - অন্যদেরকে নিজেদের মতো গড়ে তোলার জন্য তাদের মনে সংকল্প আসবে। তারা নিজের এবং অন্য সকলের কল্যাণ করার জন্য উপায় বার করবে। দিনরাত সেবায় নিয়োজিত থাকবে।

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমরা সব থেকে বড় কোন্ কারবার করার সুযোগ পেয়েছ?

*উত্তরঃ - সমগ্র দুনিয়াকে বাবার পরিচয় দেওয়া হলো সবচেয়ে বড় কারবার। কোনো আত্মাই যেন বাবার পরিচয় থেকে অজ্ঞাত না থাকে। রাতদিন এই একই চিন্তন যেন চলতে থাকে যে কিভাবে কাউকে বোঝাবো, শঙ্খধ্বনি করবো।

*গীতঃ- জাগো সজনীরা জাগো...

ওম্ শান্তি । কে জাগিয়ে দিল? কে সজনী বলে ডাকলো? বাচ্চারা জানে যে অনন্তের পিতা একজনই, যাঁর প্রকৃত নাম হলো শিব। বাকি যে অনেক নাম রাখা হয়েছে তা সবই ভক্তি মার্গের নাম। সঠিক নাম একমাত্র শিব। তাঁর জয়ন্তীও পালন করা হয়, সেটা হল পরমাত্ম জয়ন্তী। গায়নও আছে - নিরাকার শিব জয়ন্তী। আত্মা যখন দেহ ধারণ করে তখন সেই দেহের নামই তার নাম হয়ে যায়, আর শিব তো আত্মারই নাম। তাঁকে বলা হয় সুপ্রিম সোল (পরম আত্মা) । আত্মার নাম কি? তাঁর নাম বলা হয়েছে শিব। বলা হয়ে থাকে শিব জয়ন্তী। কখনো বলা হয় না যে, আত্মার জয়ন্তী । গীতার ভগবান তো নিরাকার শিব - শ্রীকৃষ্ণ তো দেহের নাম, তিনি তো দেহধারী, তাই না । শিববাবাই এসে সজনীদেরকে জাগিয়ে তোলেন আর নিজে পরিচয় প্রদান করেন যে - আমি এসেছি নতুন দুনিয়া স্থাপন করতে । এখন শুধু আমাকে স্মরণ করো। মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। বাবাকে, পতিতপাবনও বলা হয়ে থাকে। যে দেবতারা এক সময় পবিত্র ছিল, তারা এখন পতিত হয়ে গেছে , সেই কারণে সকলেই আহ্বান করে যে - হে পতিতপাবন এসো, এসে আমাদেরকে মুক্ত করো। কার থেকে? মায়ারূপী রাবণের থেকে বা শয়তানের থেকে। মানুষ এ কথা বুঝতে পারে না যে, এখন আমাদের ফিরে যেতে হবে। নবযুগ, সত্যযুগ এখন আগত প্রায়। গানেও বলা হয়ে থাকে যে, নবযুগ হল পবিত্র দুনিয়া। বাবা তো আসেনই পতিত থেকে পবিত্র করে তোলার জন্য । নতুন দুনিয়াকে নবযুগ অথবা সত্যযুগ বলা হয়ে থাকে। এখন এ হল কলিযুগ, পুরাতন দুনিয়া। কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় সব নিদ্রাচ্ছন্ন, বাবা এসে তাদেরকে জাগিয়ে তোলেন। মায়া এসে অজ্ঞানতার অন্ধকারের রাত্রিতে সকলকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা কুম্ভকর্ণের নিদ্রা থেকে জেগে ওঠো। এখন এই পুরাতন দুনিয়ার অন্তিম সময়, মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখন রাত্রি কাল পূর্ণ হয়েছে, দিবস আগত প্রায়, তাই তোমরা জেগে ওঠো। তোমরা জানো যে বাবা নিজেই এসেছেন। আমরাও সকলে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ঘুমিয়েছিলাম এখন বাবা এসেছেন রাত্রির অবসান করে দিনের সূচনা করতে। বাবা বলেন - "আমি তোমাদের জন্য দিন অর্থাৎ নবযুগ এর সূচনা করতে এসেছি। এখন সকলেই পতিত হয়ে রয়েছে, তাই এখন আমাকে স্মরণ করো, তবেই তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে।" সকলেই বলে যে আমাকে এই রাবণের হাত থেকে মুক্তি দাও। এ কথা কেউই বুঝতে পারেন না যে শয়তানের রাজত্ব কখন থেকে শুরু হয় আর বাবা এসে রাবণের কবল থেকে আমাদের মুক্ত করেন, কীভাবে? যখন বাবা স্বয়ং আসেন, তখনই তিনি এসে তা বুঝিয়ে দেন। তারপর আমরা অনুভবের মাধ্যমে অন্য কাউকে বোঝাতে পারি। সকলকেই নিচে নামতে নামতে এক সময় পতিত হতেই হবে, তাই আমি পতিতপাবন, আমাকে তো আসতেই হয় সঙ্গম যুগে। এই দুনিয়ার মানুষ ঘোর অন্ধকারে ডুবে আছে। তারা ভাবে যে, কলিযুগের আয়ু এখনো কয়েক লাখ বছর বাকি আছে, কারণ শাস্ত্রে উল্টো কথা লেখা আছে। এখন দৈবী যুগের স্থাপনা হচ্ছে। নরককে স্বর্গ বানাতে পারেন একমাত্র বাবা নিজেই। বাবা কখনোই কোনো নরক রচনা করবেন না। বাচ্চাদের এই দৃঢ় নিশ্চয় আছে যে, বাবা আমাদেরকে পড়াচ্ছেন। বহুকাল ধরে পড়াচ্ছেন।

এখন ত্রিমূর্তি শিবজয়ন্তী আসতে চলেছে। লিখতে হবে - যা শিব জয়ন্তী, তাই গীতা জয়ন্তী। শ্রীকৃষ্ণ জয়ন্তী যখন পালন করা হয়, তখন গীতা জয়ন্তী পালন করা হয় না। শ্রীকৃষ্ণ তো ছোট বালক, যখন সে বড় হবে তখন গীতা শোনাবে। ত্রিমূর্তি শিবজয়ন্তী মানেই হল গীতা জয়ন্তী। এ হলো অত্যন্ত ভালো করে বোঝার বিষয়। ওরা গীতা জয়ন্তীকে আলাদা করে দেয়।

কারণ ওরা ভাবে যে শ্রীকৃষ্ণ তো ছোট বালক, সে জন্মানোর পরেই কিভাবে গীতা শোনাতে পারে ? বাচ্চারা তোমাদেরকেই বাবা এসে বসে রাজযোগ শিখিয়ে দিচ্ছেন। এরও গায়ন আছে যে, এক সেকেন্ডে জীবন মুক্তি লাভ। ব্যারিস্টারির স্কুলে এসে বসলে, সে ব্যারিস্টারি পড়তে শুরু করে । তাতে প্রধান লক্ষ্য থাকে যে, আমি ব্যারিস্টার হব। অতঃপর তাতে উচ্চ পদপ্রাপ্তি হবে কিনা, তা সম্পূর্ণ পড়াশুনার ওপরে নির্ভর করছে। কেউ ভালো করে পড়াশুনা করলে উচ্চপদ লাভ করে। পড়াশুনা না করলে পদও কম পাবে - সমগ্র খেলাটাই পড়ার উপর নির্ভর করছে। তুমি এখানে মানুষ থেকে দেবতা হতে এসেছো। কিন্তু দেবতাদের মধ্যেও ক্রম অনুযায়ী পদপ্রাপ্তি হয়। কেউ ফার্স্ট ক্লাস, কেউ সেকেন্ড ক্লাস, কেউ থার্ড ক্লাস - এ সমস্ত অতিশয় গুপ্ত বিষয়। এসব কথা সহজে কেউ বুঝতে পারে না। কেমন ভাবে আমরা আমাদের রাজত্ব স্থাপন করছি। মহাভারতের লড়াইও এখন লাগবে। কিন্তু পান্ডব সম্প্রদায় তো লড়াই করছে না। অসুর এবং কৌরব সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়া করে সমাপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে পুরুষার্থ করতে হবে। বোঝাতেও হবে যে - বাবা সময়ে সময়ে নির্দেশ দিতে থাকেন। নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা কিভাবে রাজযোগ শেখাবেন? অবশ্যই কোনো না কোনো দেহ তাকে ধারণ করতে হবে। বাবা আমাদেরকে শ্রীমৎ দিচ্ছেন - বাচ্চারা, তোমাদেরকে স্মরণের যাত্রায় চলতে হবে। আমাকে স্মরণ করো, এ হলো যোগ অগ্নি, যার দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। দিন দিন তোমরা ভালো ভালো পয়েন্ট পেতে থাকো, পতিত পাবনের এই পয়েন্টও খুব ভালো। একদিকে ওরা পতিতপবন বাবাকেও ডাকে, আবার অন্যদিকে গঙ্গা নদীতে গিয়েও স্নান করে। তোমরা বড় বড় হরফে লিখতে পারো যে পতিতপাবন তো একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মাকেই বলা হয়। জ্ঞানের সাগরও তো তিনিই । সমগ্র দুনিয়াকে তিনি পবিত্র করেন। এ তো সমগ্র দুনিয়ার প্রশ্ন, তাই না। এই দুনিয়া কিভাবে পবিত্র হবে? গঙ্গা যমুনা ইত্যাদি নদী তো বহু প্রাচীন কাল থেকেই রয়েছে। এখন কলিযুগ, তাই সমস্যাও অনেক। সত্য যুগে পুনরায় সমস্ত নদী আপন আপন নির্দিষ্ট গতিপথে পুনরায় বইতে থাকবে। কিন্তু এই নদীতে স্নান করে কেউ পবিত্র হয় না। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে যুক্তিসহকারে বোঝাতে হবে। কাগজ বিলি করতে হবে, তাও আবার লোক দেখে দেখে তবে দিও। প্রধান দুই তিনটি পয়েন্ট তো অবশ্যই বুঝিয়ে দিতে হবে । বাস্তবে এই সময় সকলেই পতিত এবং বিকারগ্রস্ত। সকলেরই অধঃগামী কলা । গুরু নানক বলেছেন, পুতিগন্ধময় কাপড়.... ভারতকে শ্রেষ্ঠাচারী তো হতেই হবে। এখন এই সমগ্র দুনিয়া ভ্রষ্টাচারী, শুধুমাত্র দেবতারাই হলেন শ্রেষ্ঠাচারী। এখন শ্রেষ্ঠাচারী আর কেউই হতে পারেন না, কারণ এখন মায়ার রাজত্ব চলছে । তবে হ্যাঁ, ভক্তির সুখ অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। এখানে কোন যোগ-বল এর মাধ্যমে নতুন সৃষ্টি হয় না, বরং বিকারের মাধ্যমে নতুন প্রাণের জন্ম হয় । প্রথমে অল্প সংখ্যক থাকে, তারপর যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তখন নিজেদের মধ্যে তারা লড়াই ঝগড়া করে। প্রত্যেককে, প্রথমে সুখ এবং তারপর দুঃখ ভোগ করতেই হবে। এ হল সকল মানুষের কথা। সত্য যুগে যখন মানুষ সুখী থাকে, তখন পশু পাখি ইত্যাদি সকলেই সুখী থাকে। তাই বাবা ভালো করে বুঝিয়ে দেন যে কিভাবে লিখতে হবে। ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তীই হল শ্রীমৎ ভগবত গীতা জয়ন্তী। অতঃপর তা সকলকে বোঝাতেও হবে । যে নিজে বোঝে সে সর্বদা অন্যকে বোঝাতে চায়। না বোঝালে বৃদ্ধি হবে কি করে? ড্রামা অনুসারে যার যেখানে যে ভূমিকা আছে - বোঝার এবং বোঝানোর - সে ঠিক সেখানেই নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে। ভক্তির পার্টও দিন দিন আরো তীব্র হতে থাকে। গায়নও আছে যে, যখন খড়ের গাদায় আগুন লাগে, তখন সকলের চোখ খোলে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে শঙ্খ ধ্বনি করতে হবে। রাত দিন এই একই চিন্তা যেন চলতে থাকে যে কিভাবে বাকিদেরকে বোঝাবো। সমগ্র দুনিয়াকে বাবার পরিচয় দেওয়া - কত বড় কারবার। এই দুনিয়া কত বড়। কতো ধর্ম, কতো খন্ড রয়েছে । সত্য যুগে কেবলমাত্র একটি ধর্ম থাকবে, তারপর ক্রমে আরো বৃদ্ধি পাবে । তোমরা এও জানো যে, প্রজাপিতা ব্রহ্মার মাধ্যমে ব্রাহ্মণেরা জন্ম নেয়। ব্রাহ্মণ বর্ণই দেখানো হয় না সুতরাং তাদের জন্মদাতাকেও দেখানো হয় না। এখন কৌরব আর পান্ডব দেখানো হয় - তো এই সমস্ত কিছুই এখন বুঝিয়ে দিতে হবে। তুমি তো ব্রাহ্মণ। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারীগণ যদি থাকে, তাহলে প্রজাপিতা অবশ্যই থাকবে, যাঁর থেকে ভিন্ন ভিন্ন বংশাবলীর জন্ম হয়েছে। দেখানো হয় - দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। কিন্তু সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণদের অদৃশ্য করে দিয়েছে। গায়নও করে থাকে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা, কিন্তু ত্রিমূর্তি ব্রহ্মার অর্থ কিছুই বের হয় না। তাদেরকে দিয়েছে কে? তোমরা জানো যে নিরাকার বাবা, ব্রহ্মার মুখ দ্বারা বসে বোঝান। ব্রহ্মার মুখ কমল থেকে বাচ্চাদের (ব্রহ্মা বৎসদের) জন্ম হয়। যখন তোমাদের শোনাবেন তখন ব্রহ্মাও শুনবে। তোমরা না থাকলে শিববাবা কি করতেন। একজনকে তো শোনানো যায় না। শাস্ত্রতে একজন অর্জুনের নাম লিখে দিয়েছে। তাই যে সময় যে পয়েন্ট বের হয়, সেই সময় সেই সার্ভিসেই লাগানো উচিত। তোমাদের প্রত্যেকটি কথা অনেক ক্লিয়ারভাবে বোঝানো হয়। কিন্তু যোগে থেকে পবিত্র হওয়া - এটাই হল পরিশ্রম। বিষ ছেড়ে দেওয়া কতো পরিশ্রমের। বিষের আধারেই ঝগড়া-বিবাদ হয়। তাই বাচ্চাদের সার্ভিসে এই অ্যাটেনশন দিতে হবে যে নিজে পড়ে অন্যদেরকেও পড়াতে হবে । এই সার্ভিসেই কল্যাণ আছে। উৎকন্ঠা থাকা উচিত। যারা নতুন আসে, তাদেরকে ফর্ম ভরানোর জন্য যে থাকবে তাকে অনেক তীক্ষ্ণ হতে হবে। ফর্ম ভরানোর সময় তাদেরকে এটাও জিজ্ঞাসা করতে হবে তোমরা সাধনা করে থাকো, মুক্তিধামে যেতে চাও তাই না। মুক্তিধামের মালিক তো হলেন এক পরমপিতা পরমাত্মা, সেই

বাবা-ই এসে পবিত্র বানান। এই স্নান ইত্যাদি তো ভারতেই করতে থাকে আর অন্য ধর্মে করে না। ওরা নিজের ধর্ম স্থাপকদের সামনে মাথা নত ক'রে, ফুল প্রদান করে। মহিমা গায়ন করে। ওরা তো এটা জানেই না যে পতিত-পাবন হলেন এক বাবা-ই। এখন ক্রিসমাসে ক্রাইস্টকে কত মান্য করে। তাও গডফাদারকে স্মরণ করতে থাকে, বলে ও গডফাদার! ওঁনাকে আহ্বান করতে থাকে। ওরাও (খ্রিস্টানরা) এই নলেজ প্রাপ্ত করবে। বাবা তো বলতে থাকেব যে চিত্র বানাও তাহলে বিদেশে পাঠাতে পারবো। অসীম সৃষ্টির কল্যাণের জন্য বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। বাবার বুদ্ধি চলতে থাকে। এই চিত্রগুলির গুরুত্ব খুব অল্প সংখ্যকেরই থাকে। বাবা দিব্য দৃষ্টির দ্বারা এগুলি বানিয়েছেন। কত রির্গাড থাকা দরকার, এর দ্বারাই তো কত ফার্স্টক্লাস সেবা হয়। ড্রামা অনুসারে যেমন কেউ তৈরী হবে যে চিত্র ইত্যাদি বানাবে। পরবর্তী সময়ে এমন বুদ্ধিমান বাচ্চারা তৈরী হবে যারা সেবাতে নতুন নতুন ইনভেনশন করতে থাকবে, যা দেখে হৃদয় খুশীতে ভরে উঠবে। ইংরাজি তো অনেকেই জানে, ভাষা কত অসংখ্য আছে। সকল দেশেই ইংরাজিতে কথা বলে এমন মানুষ অবশ্যই থাকে, সেইজন্য বাবাও ইংরাজি আর হিন্দিকেই নির্বাচন করেছেন। এক সময় সকল ভাষাতেই বের হবে। কাউকে বোঝানো হল খুবই সহজ। কিন্তু দেখা যায় যে কারোর বুদ্ধিতে বসে না তাহলে সে আর কি কাজ করবে! ধন আছে কিন্তু দান করে না তাহলে তাকে হতভাগ্য বলা হয়। এক কান দিয়ে শোনে, অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। প্রত্যেককে নিজের উন্নতি খেয়াল অবশ্যই রাখতে হবে। সঙ্গের রঙে রঙীন হলে চলবে না। সার্ভিসে বিজি থাকতে হবে, না হলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। নিজের উন্নতির জন্য চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। বাবা আমি গিয়ে অনেককে নিজের সমান বানানোর সার্ভিস করি, এইরূপ খেয়াল আসা উচিত। তাদেরকে বলা হয় সতোপ্রধান বুদ্ধি। তমোপ্রধান বুদ্ধি না নিজের, না অন্যদের খেয়াল ক'রে, তাদেরকে অবুঝ বলা হয়। সতোপ্রধান বুদ্ধি হল বুঝদার। হিসাব-নিকেশও অনেকের অনেক কঠিন হয়। বুঝেও ফেঁসে থাকে। এই সময় তো রাত দিন সার্ভিসে লেগে থাকা উচিত। নিজেদেরই উপার্জন হবে। আমাকে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। না হলে কল্প-কল্পের জন্য ক্ষতি হয়ে যাবে। প্রথমে নিজের কল্যাণ করবে তখনই তো অন্যদেরও করতে পারবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) জ্ঞান ধন দান করার জন্য হতভাগ্য হলে চলবে না। নিজের এবং অন্যদের উন্নতির জন্য যুক্তি বের করতে হবে।

২) মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য নিজে পড়তে হবে আর পড়াতে হবে। সার্ভিস আর পঠন-পাঠনে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দিতে হবে। কঠোর হিসাব-নিকেশকে যোগবলের দ্বারা সমাপ্ত করতে হবে।

বরদানঃ- স্মরণ আর সেবার দ্বারা নিজের ভাগ্য রেখাকে শ্রেষ্ঠ থেকেও অতি শ্রেষ্ঠ বানানো ভাগ্যবান ভব

ব্রাহ্মণদের জন্ম-পত্রিকাতে তিন কাল-ই হল ভালোর থেকেও ভালো। যা হয়েছে তাও ভালো আর যা হচ্ছে সেটাও আরো ভালো, আর যা হতে চলেছে সেটা অতীব ভালো। সকলের ললাটে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের রেখা টানা আছে, কেবল স্মরণ আর সেবাতে সর্বদা বিজি থাকো। এই দুটি এমন ন্যাচেরাল (স্বাভাবিক) হবে যেমন শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাস ন্যাচারাল হয়। ভাগ্যবিধাতা বাবা স্মরণ আর সেবার এই বিধি এমনভাবেই তৈরী করেছেন যার দ্বারা যে যতখানি সম্ভব হবে ততটাই নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য বানাতে পারবে।

স্লোগানঃ- সন্তুষ্টতার সীটে বসে পরিস্থিতির খেলা দেখাই হল সন্তুষ্টমণি হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;